বন্যার জোয়ার

রমা ভট্টাচার্য্য

যুগ প্রকাশনী
॥ পরিবেশনা ॥
বর্মণ পাবলিশিং হাউস, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

বন্যার জোয়ার
প্রথম প্রকাশ-২৫ শে ডিসেম্বর ১৯৫৩

প্রকাশক :
বিমল রায়
বনহুগলী
কলিকাতা

মুদ্রাকর :
কালীপদ দাস
নীল সরস্বতী প্রেস
৮ নটবর দত্ত রো
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রচ্ছদ :
তমাল ভট্টাচার্য

উৎসর্গ

আমার কবিতার প্রথম পাঠিকা

সীমাকে—

ঃ আমার কথা ঃ

আমার কবিতা লেখার মধ্যে
আমি খুঁজে পেয়েছি আমাকে।
আমার দোষ অন্যায় পরিস্কার ভাবে
জেনেছি এতদিন পর।
মনের গ্লানি অন্ধকারে ছিল ঢেকে
সময় যতটুকু পেয়েছি
আমার সুখের কথা ভেবে খরচ করেছি।
সর্ব্বদাই মনে হতো
অসুখীর জ্বালা যন্ত্রণা
আমাকে ঘিরে রেখেছে চারিদিকের দেয়াল।
আমার ব্যথা বেদনাবোধ এবং অপরেরও
লুকানো গোপন দুঃখ থাকতে পারে
আমার মনে স্থান দিইনি।
আমি আমি শব্দের
এক ভয়াবহ রূপ কালোছায়া
নেমে আসে কাছে।
দূরে টেনে শত খণ্ড করে ছিঁড়ে।
আমি দিশাহারা পথে
চলি একা একা
কেউ নেই সাথে আমার।
সবাইকে ভালোবাসায়
ফিরে পেয়েছি প্রাণের ছোঁয়া
জীবনের আনন্দ পাখি অরণ্য টান।
পাহাড় নদীর বুকে
কত মানুষের সুখ
ছড়িয়ে দিয়েছি আমার মনের রঙ
ঐ নীল আকাশকে।

—রমা ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

আজব দেশ

এক যে আছে আজব দেশ
সব কিছুই ভালো,
বেড়াল চালায় রাজ্যশাসন
মন্ত্রী গায় খেয়াল গান,
আকাশ সেথা বেগুনী রং
গাছের পাতা তামাটে
ঘাসগুলি সব দেখায় সাদা,
ফুলগুলির রং কালো।
মানুষগুলি বিদ্‌ঘুটে
চলে হামা দিয়ে
পাখীর রং হলুদ সব
সাপগুলি সব নীল।
ঘোড়া, গরু, গাছে ওঠে
পাড়ে আম জাম
ইঁদুরের দল চলে
হাতির পিঠে ঘুরে।
পিঁপড়ে মায়ের সেজেগুজে
যায় স্টাইল নিয়ে
ছাড়পোকা, মাছি করে মিটিং
ইজিচেয়ারে বসে।
বিড়ালরাণী
রাজকার্য্য চালায়
দুই ঘন্টা মাত্র।
খায় আর ঘুমায়
আরামে কাটায়
সর্দ্দি হলে চায় ডাক্তার
দুই ডজন
তবু তার হয়না তৃপ্তি
আছে ভালো বিড়ালরাণী

গবেষণায় পেয়েছে খোঁজ

দিন রাত্রি ছিল না নিদ্রা
সি. পি. এম সরকারের এতদিন
কোথায় গিয়েছিল খাওয়া দাওয়া চলে
গরীব হঠাতে চিন্তায়
অনেক চেষ্টায় পেয়েছে ধরা
গবেষণায় পেয়েছে খোঁজ
পৌঁছিয়ে লবণের বস্তা
রেশনের ঘরে দেবে করেছে ঠিক,
চাও যদি তোমরা গরীব হঠাতে
কর সেবন দুই চামচ রোজ
কেটে যাবে দুঃখ জ্বালা
থাকবে না অভাব
জনসাধারণ বুঝলো না কিছু
দলো না তার দাম।

শিশুর মনের বীজ

তিন বছরের শিশুকে ঝুলিয়ে ভ্যানেটি ব্যাগ
নিয়ে যায় ইংরাজী স্কুলে পড়াতে।
এইটুকু বোঝে না
এ যুগের মায়েরা।
মায়ের সাথে জড়িয়ে আছে
শিশুর পরিচয় জগতে
মৃত্তিকা ছেড়ে সৃষ্টি হয় না অঙ্কুর
চায় অঙ্কুর মৃত্তিকাকে
মৃত্তিকা রেখেছে ধরে
কপালে চুমু দিয়ে।
করে শিশু দুধ পান
বসে মায়ের কোলে,
পারেনা চিন্‌তে আপন মাকে।
এই বিশ্বের সকলের মাঝে
পারবে কেমন করে শিশু ?
পরিচয়ের ডালি সাজাতে।
আকাঙ্খার স্বপ্ন পৌঁছাবেনা কোনদিন
সাত সমুদ্র তের নদীর সীমানায়
যাবে না যে কিছুতেই
আছে যে ঘুমিয়ে
আকাশের এক কোণে পড়ে
ভাবে উদাস মনে
শুকতারা একা
যাবো বহুদূরে
অজানার দেশে চলে
ঠিকানা নেই তাঁর জানা
যায় হারিয়ে সব শিশুর
পায়না কল্পনায় খুঁজে
বসে শান্ত মনে
চায় ঠোঁট দুটি
কিছু প্রশ্ন জড়াতে।

সি এম ডি এ

কলকাতার রাস্তা মেরামতের টাকা,
নয় ছয় করে দিচ্ছে সি এম ডি এ
পারছেনা দেখাতে তাদের কাজ
গাড়ি বাড়ি নিয়েছে করে
জনগণের রাস্তা
মেরামতের টাকায়
যাচ্ছে করে ফুর্তি তারা
মনের আনন্দ নিয়ে।
কমপিউটার রাস্তা কন্ট্রোল
ট্র্যাফিক জ্যাম,
পারছে না
ছাড়াতে আজও।
অনেক টাকার, ভূগর্ভ ড্রেন মেরামতের
দায়িত্ব নিয়েছে হাতে।
পারেনি এখনও
রাখতে পরিস্কার তাকে।
অকর্মার ঢেঁকি তাঁরা
লাখ লাখ টাকার
যন্ত্রপাতি কিনে
দিচ্ছে নষ্ট করে
রাস্তার চারিদিকে ফেলে
নষ্ট করছে কাদের টাকা ?

সি এম ডি এ,
যাচ্ছে চালিয়ে
তাদের কাজ
সর্ব্বনাশ করে দিচ্ছে
জনগণের টাকা
সি এম ডি এ র ইঞ্জিনিয়াররা।
বাঘ ভাল্লুক নয়তো তারা
জনগণের রক্ত খেকো ড্রাগন
সি এম ডি এর ইঞ্জিনিয়াররা।

কে বড়

মশা বলে, আমি বড
মাছি বলে, না, না—
আমি বড়,
দুয়ে মিলে করে ঝগড়া
মশা বলে, শ্রুতি মধুর সুরে,
শুনাই গান জনতার কানে।
মাছি বলে, মশাকে
বুদ্ধি আছে তোমার—
গুছিয়ে নিজের কাজ যাও যে চালিয়ে
কোন মন্তব্যে নষ্ট চাওনা সময়
হুঁশিয়ার তুমি খুব,
শক্তি নাও টেনে।
জনগণ থাকে যদি ঘুমিয়ে সেখানে
সর্বাঙ্গে কামরাও তুমি
নাও যে রক্ত শুষে।
মশা বলে—মাছি, যায় যে দেখা তোমার রূপ
দিনের বেলায় কর ভন্ ভন্
জনতার কাজের সময়।
লাগে কি ভালো?
ডিসর্টাব তাদের?
রাত্রির গভীরে চলি আমি
বেড়াই চারিদিকে দলবল নিয়ে
জনগণ কাজ করেনা তখন,
মাছি বলে, মশাকে
চায়না তোমাকে জনগণ
জ্বালিয়ে কচ্ছপ ধূপ
বিজ্ঞানে আবিষ্কার দেবে উড়িয়ে তোমায়
সাজানো ফন্দি হাতে

আছে জনতার।
মশা বলে এত বোকা তুমি মাছি
হোপলেস্ সাওয়ার
তাই পারনা তুমি
জনতার সাথে হিসাব রেখে চলতে।
চায় জনতা আমাদের খুব
না চাইলে জনতা
কি করে হলো তবে?
বংশ বৃদ্ধি মশার।
মাছিকে চায়না কেউ
চায় মশাকে সবাই,
যে জায়গায় যাবে তুমি
যেখানেই হোক
শুনবে মশার নাম
সারা ভারতবর্ষে।

মাস্টার মশা

স্কুলের মাস্টাররা
দুইবেলা টিউসুনি করে
পায় তারা একস্ট্রা পয়সা।
স্কুলে দশটায় এসে
হয়ে পড়ে ক্লান্ত
ক্লাসে অনেক ছাত্রছাত্রী দেখে
মাথা যায় ঘুরে।
করবে কি ভেবে না পায়
থাপথুপ দিয়ে চালিয়ে যায়
জানায় মাস্টাররা
শোন, ছাত্রছাত্রীরা
ঘরে বসে করো তোমরা
ভালো করে পড়াশোনা
পরীক্ষা এলে পরে
বোঝা যাবে সেই সময়
কতখানি মন দিয়ে
কর তোমরা পড়াশোনা।

ডাক পিয়ন

ডাক পিয়নের ফোঁড়া হয়েছে একপায়ে
তাই সমাজে খুঁড়িয়ে চলে
মাটিতে পা ফেলে,
পারেনা সোজা দাঁড়াতে
ব্যথায় কাবু
হয়েছে বাবু
কাজ লাগেনা মনে
তবু যে কাজ যাচ্ছে করে
হাতের মুঠায় ধরে।
ভালোবাসে তাই
পারে না ছাড়তে।

ডাকাতের শক্তি

সঞ্চয় করেছে টাকা
ব্যাঙ্ক ডাকাতরা
ঢালে থানায় টাকা
মনের জোর বেড়েছে তাদের
রাইটার্স থেকে উপরে।
পিস্তলের ভয় দেখিয়ে
ব্যাঙ্কের লাখ লাখ টাকা লুটে নেয়।
প্রাণ যাবে বলে, কর্মচারীরা
ভয়ে ছেড়ে দেয়।
আছে যত টাকা, হাতে।
চোখের পলকে নিয়ে যায়
পরিস্কার করে।
পুলিশ, দারগা, এসে
পারেনা পাকরাতে সবাইকে
আছে যে নিজেদের স্বার্থ জড়িয়ে।
ডাকাতরা ভাবে
কি পারিনা আমরা ?
অসুরের শক্তি আছে হাতে
কি কাজ হয়না আমাদের দ্বারা ?

একটুও আসেনা বুদ্ধিতে।
জানেনা তারা
সেইই কাজে বোকা
ডাকাতের পিছনে বিদেশী শক্তি
যদি হাত মিলায় এসে।
বলে তারা, টাকার লোভে
করছো ব্যাঙ্ক ডাকাতি
দেবো আমরা অনেক টাকা
তোমরা যত চাও।
আছে যত লোক ভারতবর্ষে
মেরে যাও তোমরা গুলি করে
টাকার লোভে ডাকাতরা
পারবে কি তখন ?
ভারতবাসীর ভাইদের বুকে
আসল পিস্তলের গুলি চালাতে।

গরীবের দুর্বলতা

বিশ্বের মাঝে চলে বাঘ
গাম্ভীর্যকে নিয়ে
স্বেচ্ছাচারী আছে তার
সকলেই তা জানে।
দুবেলা আহার না জুটলেও
চায়না দয়া কারো
হাত পাতে না, হয় না ছোট
স্বভাব নেই তার কোনকালে।
কুকুরের মতো লেজ নেড়ে
চায়না প্রভুর দাসত্ব।
খোস মেজাজে
চলে বীরের বেশে
নেই সমস্যা বাঘকে নিয়ে।
এই দুনিয়ায় কারোও ॥

সিংহের সরলতা বুদ্ধিতে আছে
চেহারায় ফোটে আভিজাত্যের ছাপ
বাসে ভালো পায় সম্মান কত
তাকে নিয়ে সমস্যায়
জড়াতে হয়না কারোও।
দুষ্টু প্রকৃতির শেয়াল
তবু হয় চতুর
বিপদ সম্মুখে এলে
চেষ্টায় পারে
একাই লড়তে।
বুদ্ধির কৌশল আছে জানা তার
চায় না জড়াতে নিজের সমস্যায়।

কুকুর যার খায়
তার করে কাজ।
ভাবনা চিন্তা ফোটেনা চেহারায়
মন দিয়ে করে প্রভুর কাজ
পারে প্রভুর ফোটাতে হাসি।
আছে সে তার গুণ
ভালোবাসা আছে তার
দেখলেই বোঝা যায়।
কোন সমস্যাই নেই
চলতে পারে দুনিয়ায়।
কুমীর খুব শক্তিশালী
বাসা তার জলে
বুদ্ধি একটুও নেই
সকলেই তা জানে।
পারেনা কি কাজ সে ?
ভাবে মনে মনে
মানুষ সম্মুখে এলে
পারে তাকে গিলতে
থাকে এত শক্তি নিয়ে
সর্বদাই সে।
কেন শিয়ালের পেটে গেল ?
তার নয়টি বাচ্চা চলে।

সাজা, শিয়ালকে দিতে
পারল না কোন দিন
ফয়সালা মেটাতে
পারেনি কোন কালে।
অনেক চেষ্টায় ধরেছিল
শিয়ালকে একদিন
লাঠির কথা শুনিয়ে শেয়াল
পালিয়ে গেল সেই মুহূর্তে।

শত্রুর কথা বিশ্বাস নেই
এলনা তার বুদ্ধিতে।
নিজের দোষে হারিয়ে গেল
এ দোষ দেবে কাদের কে।
বোঝা নিয়ে চলেছে গাধা
পিঠে আছে তার তুলার বস্তা
জানেনা সে তুলা দিয়ে
হয় কি কাজ।
এত বোকা হয় গাধা
জানেনা কোন বিষয় সে
খবর রাখেনা কোনো কাজের
চায়না কিছু জানতে
জানে কাজ বোঝা টানার শুধু
তাই যাচ্ছে বোঝা নিয়ে
আজও এই দুনিয়ায়।
নেই বিশ্বাস কারোও প্রতি
শ্রদ্ধা, ভক্তি, নেই একেবারে।
ভালোবাসা নেই মনিবের কাজে
তাই চলেছে গাধা
বোঝা পিঠে নিয়ে
আছে জড়িয়ে
এই সমস্যাই তার
সকলের মাঝে পড়ে।

শ্রমিকের বিরুদ্ধে

স্টাইক করে শ্রমিকরা
মালিকের থেকে অনেক সুযোগ সুবিধা
নিয়েছো করে।
নিজেদের হিসাব বুঝে নিচ্ছো চিরদিন
হয়না ইচ্ছা তোমাদের মনে ?
মালিককে কিছু হাতে দিতে।
তোমাদের আছে এক ভূমিকা
মালিকের প্রতি ভালোবাসা
মেরে লম্ফ ঝম্প
কর জাহির বীর হনুমানের
দেখাও বীরত্বের পরিচয়
তোমাদের ছাড়া
চলবে না মালিকের
জানে সকলেই
মালিক ছাড়া তোমাদেরও চলবে না
এই কথা রেখো মনে।
কর কাজ মন দিয়ে তার
একটুও রেখো
মালিকের প্রতি টান
নিজেদের হিসাব বুঝে।

ব্যাঙ্ক কর্মচারি

ডাকাতের সাথে ব্যাঙ্ক কর্মচারী
পারনা গুলি চালাতে
হাত কাঁপে বুক ধরপর করে
প্রাণের ভয়ে আসেনা এসব
বুদ্ধিও যায় চলে।
মাস মাইনে ঠিক গুনে পাও
মাসের প্রথমে
কোন অসুবিধা হয়না তোমাদের
পুলিশ দারগা এলেই।
ইজ্জত নেয় যদি ব্যাঙ্ক ডাকাতরা
তোমাদের ঘরের পত্নীদের
হাতকাটা জগন্নাথদেব হয়ে
ডাকবে পুলিশ দারগাদের
গুলি চালাতে পারবে না তখন
প্রাণের ভয় থাকবে যে।
যা খুশি করবে তারা
তোমাদের চোখের সামনে
নবজাত শিশুর জন্ম নেবে
ব্যাঙ্ক ডাকাতের রক্ত নিয়ে
বীরপুরুষ বাবার পরিচয় দিয়ো
নবজাত শিশুর কাছে।

ভারতমাতা

১৯৪৭ সালে তুমি জয়ের মালা পড়েছ গলায়
তাড়িয়ে ইংরেজকে
ভারতবাসীদের দিয়েছ
স্বাধীনতার তিলক পড়িয়ে।
কি পেয়েছ হে, 'ভারতমাতা'?
রোগে জীর্ণ শীর্ণ
মলিনবেশ
চোখের নীচে কালিমা
পড়েছে আজ।
কেন তোমার শুষ্ক কেশ
উড়ছে দমকা হাওয়ায়?
একি চেহারা তোমার?
আজ তুমি এত দুর্বল কেন?
কথা নেই কেন তোমার মুখে।
তুমি আতঙ্ক পেয়েছ কি মনে?
ঠোঁট তোমার উল্টায়ে, ফুলে
দুই মাসের শিশুর ন্যায়
কাঁপছে সর্বক্ষণে।
অস্পষ্ট কান্নাভেজা চোখে
চোখের জল রাখতে চাইছ ধরে
বুক ফেটে উঠছে ডুকরে কেঁদে।
দীর্ঘ নিঃশ্বাস
ফেলছ তুমি ঘনঘন।
সারা শরীর কাঁপছে কেন এত?
তবুও তোমার কথা নেই কেন?
হে, ভারতমাতা
তোমার এই অবস্থা কেন
দাও হে, উত্তর?

আজ চাই যে জানতে।
কথা তুমি বলছ না কেন
হে ভারতমাতা।
বৃটিশের আমলে
দেখিনি তো, তোমার এই রূপ
ইংরাজ রাজত্বে তখন দেখেছি আমি
সারাদিনের ক্লান্ত চোখে
বলেছ কত কথা।
বিদ্যুতের মত হঠাৎ খেলতো হাসি
মেঘে ঢাকা পূর্ণিমা চাঁদের
একফালি হাসি ফুটতো তোমার ঠোঁটে
কি অদ্ভুত লাগতো যে, তোমাকে।
তোমাকে কতভাবে
কতরূপে দেখেছি আমি
পারিনা যে, ভুলতে
সেই ছবি রেখেছি আমার চোখে।
আজ তোমার রোগগ্রস্থ মলিনবেশ
কান্নায় চেপে রাখনি তখন
বুক তোমার ফুলে ডুকরে
ওঠেনি তখন কেঁদে
শরীর কাঁপেনিতো একবার।
তোমায় যে দেখেছি
রাজমাতা, সিংহাসনে বসে আছো
শান্ত মনে।
কত ধীর স্থির হয়ে কথা বলেছ
মুখে হাসি রেখে
তোমার চেহারায় ব্যক্তিত্ব দেখেছি আমি
ফুটেছে রাজমাতার ঐতিহ্য নিয়ে।
তুমি, ভারতবাসীর কাছে
তুলে ধরেছ কত বক্তব্য তোমার

আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিয়েছ
ভারতবাসী সন্তানদের মুখ
ধূলো ঝেরে, মাথায় হাত বুলিয়ে
করেছ কত আদর
দিয়েছ কপালে কত চুমু।
আজ তোমার এই বেশ কেন ?
হে, 'ভারতমাতা'।
কথা বলো
কাঁপছ কেন এত ?
পারছনা তুমি বলতে
জিহ্বা লজ্জায় কেটেছ কি তুমি
ইংরাজ শাসনের
কেড়ে নিয়ে তুমি
করেছ কি ভুল ?
আজ লজ্জায় দুঃখে অপমানে
দিয়েছ নিজের জিব কেটে
তাই তুমি আজ স্তব্ধ।

নির্বোধ

পুড়িয়ে দাও সরকারের বাস
পাঁচ মিনিটের ভিতর
রাজ্যে বসে ক্ষতি কর তোমরা
হবে কি সেই রাজ্যের ভালো ?
ট্রেনের সিট তুলে নিয়ে যাও
বিক্রি করো টাকার লোভে
সরকারকে গলা ফাটিয়ে জানাও
আমরা বড় গরীব যে।
কংগ্রেস কমুউনিস্ট হোক
পারবে না কেউ
তোমাদের চাহিদা মেটাতে
দেশের সম্পদ
তোমাদের সম্পদ
নেই তোমাদের বুদ্ধিতে।
চিৎকার করে গলা ফাটাতে চাও
আছে জানা এইটুকুই
বুঝতে পার কি ?
সরকার ট্রেন বাসকে
পারে জন্ম দিতে।
রক্ষার দায়িত্ব ভার
জনসাধারণের উপর
হবে উন্নতি কেমন করে দেশের ?
নেই যে জানা তোমাদের।

পুলিশ দারগা

পুলিশ, দারগা,
যাচ্ছো করে ডিউটি তোমরা
ব্যবসায়ী দুই নম্বরের।
থানায় দিচ্ছে তারা
টাকার বাণ্ডিল এনে
খুশে হয়েছো বেহুঁশ
তাই নেই তোমাদের হুঁশ।
উপকারে লাগো কত
বোঝে জনসাধারণ।
বৃটিশ আমলের স্বভাব নিয়ে
পারসোনেলিটি নেই তাতে
দুই নম্বরের চামচা হয়ে
যাচ্ছো করে পুলিশের কাজ।

দম্‌কা হাওয়া

রোজ বার্লি খেয়ে

করে যাচ্ছো কাজ

সি. পি. এম সরকার,

রাইটার্সে আরামে বসে।

এই রাজ্যের মানুষ যত

ভালোবেসে তুলেছে

পর্বতের চূড়ায় শিখরে।

আজ তোমাদের পারছোনা রাখতে

শত কাজের ভুলে।

কাজের বাহারে জনসাধারণ

যাচ্ছে চম্‌কে

হাঁচি আসছে ঘনঘন

ঘরঘর সর্দিতে করছে নাকে

আসবে জ্বর,

তাই চোখ করছে ছল্‌ছল্‌।

করবে কি তোমরা ?

এই সমস্যাই আজ।

দেখিয়ে দাও তোমাদের কাজ

এই রাজ্যের প্রতি ভালোবাসা আছে

কতটা পরিমাণ।

তুলে ধরো আমাদের সম্মুখে।

চাই যে আজ জানতে

আমরা সবাই মিলে।

রিক্সা ঠেলা

রিক্সা ঠেলা চালিয়ে
যত টাকা পায় তারা
এই যুগের রাখেনা হিসাব
চোলাই মদ এত বেশী খায়
হিন্দী সিনেমার নেশায়
সপ্তাহে থাকে পাঁচদিন দেখায় ।
ছেলেমেয়েকে শেখায় না
লেখাপড়া

বাজে খরচের পিছনে
লাগায় অনেক টাকা ।
ভাবেনা, ভুলকাজ করে যায় তারা
থাকেনা তাদের বলার
কেউ পিছনে ।
একতার নেই যে ভাব
সমাজের লোকের চোখে
দায়ী করে সরকারকে
রাখে যে নিজেদের ভালো
সাঁতার কাটতে হলে
জানতে হবে তাকে সাঁতার
তবেই পারবে পার হতে
অভিজ্ঞতা নেই যে
তাদের মাথায় ।

গরীবের সরকার

গরীবের সরকার
সি. পি. এম সরকার
চাও যে গরীবের দুঃখ ঘোচাতে
মুখে শুধু থাকে বুলি তোমাদের
পারনা কাজে দেখাতে ?
গরীবের দুঃখে
আসে চোখের জল
তবে পার না কেন ?
সাধারণ মানুষের মত
ট্রামে বাসে চলতে।
প্রাইভেট কার নিয়ে চলো
বড়লোকের স্টাইলে
থাকে অনেক আশা নিয়ে
এ রাজ্যে গরীবরা চেয়ে
তোমরা তখন কার নিয়ে
চলো মনের সুখে।

একটি মাস্টার মশাই

কাঁঠাল গাছের
ছাওনী তলায়
আছে ছোট কুটির
সেখানে থাকে রিটায়ার করা
বৃদ্ধ মাস্টার মশাই ।
সস্তায় কম্বল কিনে
রেখেছে খাটে পেতে
ঘরে একটা জানালা মাত্র
খোলা দক্ষিণে
পূর্বের উঠানে আছে
শিউলির গাছ
ফুল খুব ফোটে
আশ্বিন এলেই ।
গ্রামের বাচ্চারা এসে
কুড়িয়ে নিয়ে যায় চলে
কোথা হতে সকালে সাদা পায়রা
আসে ঝাঁকে ঝাঁকে ।
এক ঝাঁক পায়রা
চালে এসে বসে
ভালো লাগে মাস্টার মশায়ের
দেয় তাদের খেতে ।
পূর্বে উদয় হয় সূর্য যখন
খোলা মাঠে বেড়াতে যায়
মাস্টার মশাই ।
আছে ছড়িয়ে মাঠে
সবুজ ভরা ঘাস
নারকেল গাছ

আছে চারিদিকে ঘিরে
তালগাছ পশ্চিমে
পুকুরের ধারে
রাজহাঁস এসে
খেলা করে দিনে।
বটগাছের তলায় তলায়
দুপুরে এসে বসে।
গাছে করেছে বাসা
কাক চিল এসে।
কামড়ায় মশা মাছি
বিরক্ত করে
তাই সে, খোলা হাওয়ায়
বেড়ায় ঘুরে
পড়ার কাজ
যায় করে সর্বদা
গ্রামের সবাইকে
বাসে খুব ভালো
শ্রদ্ধা ভক্তি করে
সকলেই তাকে।
পায়ে তার চটি জোড়া
সহস্র তালি মারা
সেলাই করে
পড়ে খুব সাবধানে।
জামা তার সস্তা দামের
কাচে নিজের হাতে
সারাদিন মিথ্যা কথা
বলেনা একটাও,
কাউকে ঠকায় না,
লোকটি খুব সৎ যে।
উপকার যায় করে
পঁচাত্তর বছরে বয়সে সে

পড়িয়েছে বহু ছাত্রকে
দাঁড়িয়েছে মাথা উঁচু করে তারা।
ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার, উকিল
কেউ বা এম-এল-এ
ছাত্রদের উপকার করেছে অনেক
হিসাব করে না
কোন দিন এই নিয়ে।
ছিলো পাঠশালা
করেছে ইস্কুল গ্রামে
বই দিয়ে করেছে পাহাড় ঘরে।
চাইলেই পায় সবাই এসে
নানা বিষয়ে জানার জ্ঞান।
লাগে ভালো মাস্টার মশাইয়ের
নতুন নতুন বই কিনে আনবে
ধার করেও সে।
বই তার খুব প্রিয়
থাকে তাই নিয়ে
পৃথিবীর বিখ্যাত লেখকের বই
আছে সব সাজানো ঘরে।
অনেক কষ্টে জোগাড় করে
একবেলা না খেয়ে
বই কেনার নেশা,
পারে না তাও ছাড়তে।
শুধু চায় বই নিয়ে
জীবনের সাথী করে চলতে।

দিদিমণি

দিদিমণি আসেন যখন
ইস্কুল ঘরে,
দম যায় ফুরিয়ে
ছাত্রীদের ঘিরে।
শনিবার পর দিন আসে রবিবার
সেইদিন দিদিমণির
লাগে ভালো দিন।
গরমের ছুটি যখন পায় দিদিমণি
সংসারের কাজের সাথে
যায় সময় চলে।
সংসার স্কুল নিয়ে
পড়েছে দু-টানা।
পারেনা ছাড়তে তাকে
আছে প্রয়োজন টাকার।

সাংবাদিক

হে, সাংবাদিক
যেওনা ভুলে
তুমি ভারতবর্ষের নাগরিক
রেখেছ কি ধরে
নিজের ব্যক্তিত্বকে
চাওনা তুমি বন্ধুত্ব জনতার
সকালের সংবাদে
জনতা থাকে চেয়ে
রাজনীতির পিকচার
বানায় প্রতিদিন।
সংবাদে থাকে যদি চাল
বোঝে পরিষ্কার
সেই বুদ্ধি আছে যে তাদের

এমারজেন্সিতে
বানিয়ে খেয়েছো চাটনি
আছে তাই জিহ্বায় লেগে
যাচ্ছো করে সংবাদের
রোজ পরিবেশন তাই।

শিশুর জিজ্ঞাসা

বলনা বাবা,
মা আমার কোথায় গেছে চলে
সকাল থেকে মাকে আমি
খুঁজে বেড়াই সারাদিনে
মা, মা বলে ডাকি কত
তবুও মা আমার কাছে
আসেনা ছুটে।
মায়ের কথা বললেই
তুমি কেন থাকো চুপটি করে।
অনেক গল্প ফেঁদে বস
কপালে চুমু দিয়ে।
বলনা বাবা মা যে আমার
কোথায় গেছে চলে।
সন্ধ্যার সময় মা যে আমায়
কোলে নিয়ে চাঁদ দেখাতো দূরের।
তুমি তখন হাসতে
আমার পাশে এসে।
বলনা বাবা,
কোথায় গেলে পাবো আমি
সেই মাকে কাছে
মায়ের কোলে বসব তখন
চাঁদ দেখাবে মা যে আমায়
তুমি তখন দাঁড়িয়ে, বলবে আমায়
ভালোবাসো মাকে তুমি
এত মিষ্টি করে।

মাটি

এই ধরনীতে
ধূলায় লুটিয়ে
চায় সে আমায় কিছু
দুই হাত ভরে দিতে।
নদীর মাছগুলি তখন
বেড়ায় চারিদিকে ঝাঁকে ঝাঁকে
হাঁসগুলি চলেছে ভেসে
মাছগুলি খাবে বলে।
ঠোঁট দুটি একটু ফাঁক করে
মাছগুলি ব্যস্ত হয়ে
পড়ে মুশকিলে।
সূর্যের আলোর তেজ
পড়েছে ছড়িয়ে
গরু তখন আপন মনে
যাচ্ছে ঘাস খেয়ে।
দূরের পথে চলেছে পথিক
হাতে ছাতা নিয়ে
কৃষকেরা সব ধানের আঁটি নিয়ে
যাচ্ছে তাদের ঘরে
বটগাছের ছায়ায় বসে
এক বৃদ্ধ ঘুমাচ্ছে যে গভীরে।
কোথা হতে এক বালিকা এসে
খুঁজছে তার সঙ্গীকে
সারা পাড়া তন্ন তন্ন করে
পায় না সে কিছুতেই।

হামারা আসাম

দুনিয়া কিসিসে ডর নেহি
ম্যায় এক সেকেণ্ড তোড় দিয়া
বহুত প্যায়ার হামারা আসাম
ম্যায় দিল্লী ওয়ালা হ্যায়।
ভেল্কী বাজি মেলা দেখ
রূপিয়া নাহি চাহে
তোড়ফোড় করেঙ্গা
মিলিটারিকে লিয়ে।
দিল্লীওয়ালা দেখ খেল
ভারতবাসীর আদমী তোম্
বহুত মজা আয়েগা
লাগাও আঁখ মে সুরমা
শিরমে আগ লাগ্ জা

আর্থিক সংগতি

স্টিলের আলমারিতে
রেখেছি দামী শাড়ী
ভালোবাসি সাজাতে
স্টেনলেস স্টীলের থালা ঘটি বাটি
সোকেসে সাজিয়ে রেখেছি
দেখে আমায়
সমাজের কতলোকে।
ফ্রিজ টেলিভিসন করে
আরো পাই কত সম্মান
থাকেনা আমার
ঘরে টাকা যে,
মেয়ের বয়স হল আঠারো
কি হবে উপায়
মেয়ের বিয়ে দেবেনা তো
সমাজের লোকে।
দায়িত্ব আমায় নিতে হবে।
নিজের কাঁধে তুলে।
লোকের কথায় নাচব না আমি
সমাজের কথা শুনে
নিজের ওজন চলবো বুঝে
টাকা পয়সা
রাখবো হাতে
ঘর সাজিয়ে করবো কি আমি
মেয়ের বিয়ে. ছেলের চাকরী
নাই যদি পারি।

কর্তব্য

তোর যে কাজ

আছে বাকি

[illegible], প্রতিদিন যা করে তুই

একমনে,

না তোর মাটি।

কারও কথায় পাসনি ব্যথা

মনটা যে তোর

সেখানে বাঁধা।

যাকে তুই ভাবিস আপন

সেই যে তোর জগৎ ভোলা

ভবের দুয়ারে করিসনি আশা

এখানে তোর সবই ফাঁকা

পাবিনা খুঁজে,

একমনে তুই বাসরে ভালো

চাসনি কিছু হাত পেতে

তবেই হবে জয় তোর

নিবি কিনে সবটুকুই তুই

নিঃস্বার্থ থাকলে মনে।

সরকারের চাকরি

চাকরি কর সরকারের তোমরা
　　　　কর না ঠিক করে কাজ
সুযোগ সুবিধা চাও কেমন করে।
　　　　সমালোচনা আছে জানা
সময় মত অফিসে আসনা
　　　　বাসনা ভাল কাজ।
দিনের বেলায় ঘুমাতে চাও
　　　　ডানলপের গদিতে।
সরকারের হাত দিয়ে খেতে চাও
　　　　আরাম করে খাবার তুলে।
একটি ভোট দিয়ে তোমরা
　　　　সরকারকে কিনতে চাও।
নিজের কাজে ফাঁকি দিয়ে
　　　　সমালোচনার পাহাড় চাও।

আনন্দসাগর

তোমার ভুবনে মাগো
ডুবে যাই কোথায়
জানিনা ঠিকানা।
হয়তো সাগরে জলে
নীল আকাশের ধ্রুবতারায়
বাতায়নে খুঁজি আমি
হারিয়ে গেছি কোথায়।
বুঝিনা কিছু
যখন কেউ
আঘাত হানে
পারি যে তখনই
জগতে আমি
রয়েছি যে বেঁচে।

নিঃসঙ্গতা

নদীর পাড়ে বসে একা
কে ঐ কাছে আসে
বলে না কথা।
ধরতে আমি পারিনা তাকে
দেখেছিলাম কোন কালে
চেহারায় চেনাচেনা লাগছে আমার
কত জানা।
মনটা আমার দুলতে থাকে
ঘুর্ণি হাওয়ার সাথে
ইতিহাস অতীত নিয়ে
পাইনি খুঁজে তার আভাস।
হঠাৎ কোথায় দেখেছিলাম
এক পলক চোখে।
হৃদয় তবু নিয়ে চলে
তাঁর কাছে টেনে
আমি নিয়ে যাই যদি
দূরের ঐ পার করে নদী
পাই না তাঁকে পাশে
পালিয়ে বেড়ায় সে
আমার ব্যাকুলতায় ফেলে।

মধ্যবিত্ত পরিবার

ময়ূরের পুচ্ছ সর্বাঙ্গে জড়িয়ে
কাক, তুমি পারনি নেশায় ছাড়াতে
যায় ডিম পেড়ে কোকিল কাকের বাসায়
ধরতে পার কি চালাকি তার ?
চুমু দিয়ে ফোঁটাও ছানা, করো যত্ন তার
বোঝোনা তো কোকিলের ছানা।
উড়তে পারে, ডানা মেলে
আকাশে তখন
প্রয়োজন ফুড়িয়ে যায় সেই মুহুর্তে।
দূর হতে বহু দূরে
উড়ে যায় চলে
পার না আর তাকে ছুঁতে
নেই, ভাব একতার
তোমাদের মনে
তাই পারনা ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে।
ভঙ্গিমার দৃষ্টি সাজিয়ে
ধরে তুলেছো ময়ূরের রূপ
বিশ্বের মাঝে চাও যে নাচতে
তাদের তালে তাল রেখে
হয় না তোমাদের নাচ
তাদের তালে তাল ফেলে।
কাক হয়ে পুচ্ছ লাগিয়ে ময়ূরের
জাহির কর সকলের মাঝে
জান না রূপ, কালো কুৎসিত
নোংরা আবর্জনার বিষ
তোমাদের ঠোঁটে
পারনি আজও ছাড়াতে।
শত স্বার্থের মাঝে
রয়েছ কাকের স্বভাব নিয়ে
চাও যে চোখের তারায়
ময়ূরের রূপ ফোটাতে
পার না তো রাখতে ধরে।

হুক্কাহুয়ায় করছে শাসন

হুক্কাহুয়ায় করছে শাসন
সিংহ বাঘ নেইতো এমন
সাপগুলি সব দলে দলে
গেছে বিদেশ চালান সব
হাঁসগুলি সব বন্দী খানায়
করছে ছট্‌পট্‌
আড়াল থেকে দেখছে পেঁচা
খাচ্ছে হাতি পেস্তা বাদাম
ভুঁড়ি বাগিয়েছে পাহাড় সমান